



DRAWING: MARGREET DE HEER

মোট সময়

৬০ মিনিট

বয়সসীমা

৯-১৪ বছর

## বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার খাদ্য প্রকল্প প্রতিটি পাতের একটি গল্প আছে



### বিষয়

বিজ্ঞান, ভূগোল, সমাজ অধ্যয়ন, ভাষা, কলা/স্বাক্ষরতা, গণিত

### শিক্ষণীয় বিষয়

শিক্ষার্থীরা যা শিখবে:

- কোন প্রক্রিয়ায় বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা তৈরি হলো এবং ২০৩০ সাল নাগাদ অর্জনের পরিকল্পনা নেওয়া হলো তা উপলব্ধি করবে
- বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা ও তাদের জীবনের মধ্যকার যোগসূত্র টানতে পারবে
- একটি প্রতিনিধিত্বমূলক খাবার মূল্যায়ন করতে পারবে এবং বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে সহায়ক বিকল্প খাবারসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে
- তথ্য সংশ্লেষণ করতে পারবে এবং খাদ্যদ্রব্য বাছাই ও আচরণের মাধ্যমে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাহায্য করার জন্য ব্যক্তিগত অঙ্গীকার করতে পারবে।

### পাঠ প্রস্তুতি

- তিনটি পত্রের কপি (প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য একটি করে) প্রিন্ট করুন
- শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ এমন রাখা উচিত যাতে তা বৃত্তাকারে কিংবা টেবিলের পাশবরাবর চেয়ার সাজিয়ে আলোচনা ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক দলগত কর্মকাণ্ড চালানোকে উৎসাহিত করে
- ভিডিওনির্ভর উপস্থাপনার জন্য ভিডিও ও অডিও সরঞ্জামাদি লাগবে
- ভিডিও ও অডিও সরঞ্জামাদি না থাকলে, তার বদলে একটি পোস্টার শেয়ার করা যেতে পারে (পরিশিষ্ট খ)

### পাঠ প্রস্তুতি

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ক পোস্টারসমূহ (পরিশিষ্ট খ)
- ভিডিওর বদলে অথবা পাশাপাশি বর্ষহারা করা আমার পাতের কী পোস্টারসমূহ (পরিশিষ্ট খ)
- প্রতিটি পাতের একটি গল্প আছে কার্যকলাপ পাতা (পরিশিষ্ট গ)
- “আমার পাত-বিষয়ক অঙ্গীকার” পোস্টার (পরিশিষ্ট ঘ)
- লেখার ও আঁকার সর
- ভিডিও: <https://vimeo.com/220664296>, ভিডিও চিনিচি পরিশিষ্ট ট

## উদ্দেশ্য ও শিক্ষাদান

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে, জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের সবাই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (এসডিজি) গ্রহণ করে – যা সাধারণভাবে ‘বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা’ বা গ্লোবাল গোলস নামে পরিচিত। “২০৩০ সালের অ্যাজেন্ডায়” ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, যা চরমদারিদ্রের অবসান, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও অসমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে আগামী ১৫ বছরে উন্নয়নকে চালিত করবে। এই ঐতিহাসিক সমঝোতা সবার জন্য অধিকতর ভাল ও টেকসই ভবিষ্যতের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

দারিদ্র নির্মূল (লক্ষ্য ১) থেকে শুরু করে অসমতা কমানো (লক্ষ্য ১০) কিংবা জলবায়ু বিষয়ক সক্রিয়তার (লক্ষ্য ১৩) মতো প্রতিটি লক্ষ্যই এমন কতোগুলো স্পষ্ট ও পরিমাপযোগ্য অভীষ্ট হাজির করে, যা ২০৩০ সাল নাগাদ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে পৃথিবীর দেশসমূহ ও নাগরিকদের সক্রিয়তার পথ বাতলে দেয়। লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ে আরো তথ্যের জন্য নিচে দেখুন:

১. বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা এবং বিশ্বের বৃহত্তম পাঠ বিষয়ে বিনামূল্যে এক ঘণ্টার একটি অনলাইন মাইক্রোসফট অ্যাড্ভকেটর ট্রেনিং কোর্স করুন  
<https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/sdg>

২. ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরে গৃহীত জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত:  
[http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E)



“প্রতিটি পাতের একটি গল্প আছে” পাঠ পরিকল্পনাটি শ্রেণীকক্ষে ও শিক্ষায় বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রাকে নিয়ে আসার চেষ্টায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একত্রে কাজ করার জন্য নির্দেশনামাফিক কার্যকলাপ প্রদান করে।

**পাঠটির সূচনা হয়** বৃহৎ পরিসরে ‘লক্ষ্য’ শব্দটির উপস্থাপনার মাধ্যমে এবং লক্ষ্যমাত্রাকে নিজেদের জীবনের আলোকে বিবেচনা করে জনগণ, স্থান এবং পরিবেশের সাথে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সংযোগ তৈরি করতে আহ্বান জানানো হয়। শিক্ষার্থীরা বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার বোঝাপড়া এবং যে পদ্ধতিতে সেগুলো সাজানো সেসব আত্মীকরণের সাথে সাথে তাদের জ্ঞান বাড়তে থাকে।

**পাঠ চলাকালে**, শিক্ষার্থীরা সংলাপ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও গবেষণার মধ্য দিয়ে অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হবে এবং তাদের গ্রহণকৃত খাবারের টেকসহতা বিষয়ে বাস্তব বোঝাপড়া তৈরি করবে। শিক্ষা লিপিবদ্ধকরণ, আলোচনা-আলোচনার পথনির্দেশকরণ এবং ভবিষ্যতের নির্দেশনা জানানোর জন্য পুরো পাঠজুড়ে প্রমাণ/বিভিন্ন সূত্র/প্রারম্ভিক মূল্যায়নের নানা উৎস ব্যবহার করা যেতে পারে।

**পাঠ সমাপ্ত করার জন্য** বৈশ্বিক জন-অর্থযোগান মানচিত্র তৈরি করার জন্য আমরা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানাই, যার মাধ্যমে তারা বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার (<http://worldslargestlesson.globalgoals.org/map>) জন্য শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনে তাদের পরিকল্পনা ও অবদান শেয়ার করতে পারে।

ফ্লিপগ্রিডের <https://flipgrid.com/globalvoice> মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে সেই বিষয়ে তাদের ভাবনার কথা জানাতে পারে।

বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে তা যুব সমাজের জীবন ও ভবিষ্যত বদলে দেবে। শুধু তাই নয়, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যুব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার আছে। তাই, আমরা আপনাকে এবং আপনার শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ এবং পৃথিবীর জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনার সংগ্রামে যোগদান এবং ‘প্রত্যেক পাতের একটি গল্প আছে’ এই পাঠের ‘বৈশ্বিক শ্রেণীকক্ষে’ অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠাকে স্বাগত জানাই।

**বোঝাপড়ার গভীরতা বাড়াতে** এবং বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা ও বিশ্ব খাদ্যব্যবস্থার অধ্যয়ন অব্যাহত রাখতে, পাঁচটি অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্প্রসারণ আকারে প্রদান করা হয়েছে। আর ‘প্রত্যেক পাতের একটি গল্প আছে’ এই পাঠের ‘প্রস্তাবিত বৈশ্বিক পারস্পরিক সহযোগিতামূলক শ্রেণীকক্ষে বা গ্লোবাল কোলাবরেটেড একটেনশনস ক্লাশরুমে’ শিক্ষকদেরকে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

## প্রধান প্রধান শব্দমালা

- টেকসহতা
- উন্নয়ন
- লক্ষ্য
- অঙ্গীকার

## গঠনকালিন মূল্যায়ন পদ্ধতিসমূহ:

- লক্ষ্য-তৈরি-প্রক্রিয়ার সার-সংক্ষেপ এবং তা উপলব্ধির প্রতিফলন
- অংশীদারদের সাথে ও দলগত কাজের সময় প্রত্যয়-সুনির্দিষ্ট ভাষা ও গুরুত্বপূর্ণ শব্দমালার ব্যবহার লিপিবদ্ধকরণের চেকলিস্ট
- উন্মুক্ত প্রশ্নমালা ও জিজ্ঞাসার মৌখিক ও লিখিত উত্তর লিপিবদ্ধকরণ
- কার্যকলাপ পাতা ব্যবহার করে প্রত্যয়, বিশ্বাস ও ধারণার দৃশ্যবাহী উপস্থাপনা/ মূল্যমান নির্দেশ
- লক্ষ্য অর্জনের ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার নজির হিসেবে অঙ্গীকারসমূহ রেকর্ড করা

## ইউএস স্ট্যান্ডার্ডস অব প্র্যাকটিস

কমন কোর স্ট্যান্ডার্ডস ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আর্টস, (এনজিএসি, ২০১০)

আইএসটিই স্ট্যান্ডার্ডস ফর স্টুডেন্টস (আইএসটিই, ২০১৬)

ন্যাশনাল কারিকুলাম স্ট্যান্ডার্ড ফর সোশ্যাল স্টাডিজ (এনসিএসএস, ২০১০) নেক্রট জেনারেশন সায়েন্স স্ট্যান্ডার্ডস (এনজিএসএস, ২০১৩)

## লেখকদের প্রসঙ্গে

বিশ্বের বৃহত্তম পাঠ এবং [#এসডিজিশেখা #TeachSDGs](#) টাঙ্ক ফোর্সের মধ্যকার সহযোগিতার মাধ্যমে এই পাঠটি তৈরি করা হয়েছে।

ষাদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা: ফ্রান সিরাকুসা ও ডক্টর জেনিফার উইলিয়ামস, ক্যালিয়োপি গ্লোবাল এবং [#এসডিজিশেখা #TeachSDGs](#) টাঙ্ক ফোর্স।



## প্রতিটি পাতের একটি গল্প আছে

### অপরিহার্য প্রশ্ন

আমার পাতের খাবারের মূল্যায়নের ভিত্তিতে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের অঙ্গীকার করে আমি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে কীভাবে সহায়তা করতে পারি?

### ধাপ ১: পূর্বজ্ঞান সক্রিয় করা

৫  
মিনিট

কোনো লক্ষ্য তৈরির প্রক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা করুন:

- শিক্ষক হিসেবে আপনার জীবনের একটি দৃষ্টান্ত উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরুন, যেখানে আপনি একটি লক্ষ্য স্থির করেছেন। আর লক্ষ্য পূরণের জন্য আপনি যে প্রক্রিয়ায় এগিয়েছেন তা বর্ণনা করুন। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের সাধারণ ধাপগুলো বর্ণনা করুন, যেমন:
  - লক্ষ্যটি চিহ্নিত করুন
  - লক্ষ্যটি লিখে রেখে এবং অন্যের সাথে শেয়ার করার মাধ্যমে লক্ষ্যটি লিপিবদ্ধ করুন
  - বিভিন্ন ধাপসম্বলিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আহ্বান জানান যেন তারা নিজেরা লক্ষ্য স্থির করার কোনো ঘটনা এবং লক্ষ্য পূরণের জন্য যে প্রক্রিয়ায় তারা এগোয় তা বর্ণনা করে।

### ধাপ ২: বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার পরিচিতি তুলে ধরুন

১০  
মিনিট

- এই পাঠের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের জানান।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক ছাপা পোস্টার (পরিশিষ্ট ক) শিক্ষার্থীদের প্রদর্শন করুন। জাতিসংঘের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিন আর সারা দুনিয়া একত্রিত হয়ে ২০৩০ সাল নাগাদ দারিদ্রের অবসান, পৃথিবীর সুরক্ষা, সব মানুষ যাতে শান্তি ও সমৃদ্ধি উপভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করার অভীষ্ট সামনে রেখে কীভাবে ১৭টি লক্ষ্যমালা নির্ধারণ করল তা ব্যাখ্যা করুন। শিক্ষার্থীরা যেভাবে তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ ও অর্জন করে, তেমনি জাতিসংঘ ও সারা দুনিয়া কীভাবে এই নির্দিষ্ট অ্যাজেন্ডা পূরণে সক্রিয় আছে তা আলোচনা করুন।

পাশাপাশি অথবা বিকল্প হিসেবে মালারা ইউসুফজাইয়ের উপসর্গিত এই ভিডিওটি (<https://vimeo.com/138068656>) কিংবা সেরেনা উইবলিয়ামসের (<https://vimeo.com/album/4135384>) ভিডিওটা দেখান। এগুলোতে শিশু-উপযোগী করে পর্কষরাপট ও বৈচিত্র্যক লক্ষ্য র্মমার্তা তুলে ধরা হয়েছে।

- টেকসই, উর্ি, and লক্ষ্য যযমাি শর্বদতয় বর্লখুন এবং শিক্ষার্থীদের কাছে জানর্বেতিটাশর্বেন্দ্ররক্ষী মর্গনে বোঝে এবং এদের সংর্জাই বা কী। তাছাড়া, আদর্যাক্ষর দিয়ে গঠিত এসডিবির্জ শর্বদটির কথাও বলুন এবং শিক্ষার্থীদের জানান যে, টেকসই উর্ননয়ন লক্ষ্য র্মমার্তা বুঝাতে এসডিবির্জ এবং “বৈচিত্র্যক লক্ষ্য র্মমার্তা” উভয়ই বর্যবহার করা হয়।

## ধাপ ৩: দৈনন্দিন জীবনের সাথে বৈশ্বিক লক্ষ্যমালার সংযোগ স্থাপন

৫  
মিনিট

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ধারণাগত বোঝাপড়া তৈরি হওয়ার পর, এখন শিক্ষার্থীদের কাছে গুরুত্ব দিয়ে বলুন যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বয়স বা অবস্থান নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তির ভূমিকা রাখার আছে। আর, তারাও গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতা তাদের রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, ২০৩০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করতে প্রতিটি ব্যক্তি নানাপ্রকারে কাজ করতে পারে, তবে তাদের জিজ্ঞাসা করুন, পৃথিবীব্যাপী সবাই করতে পারে এমন কোনো দৈনন্দিন চর্চা কি আছে যার প্রভাব পড়ে কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রার ওপর। উত্তরটা যে খাদ্যগ্রহণ, এটা জানিয়ে দেওয়ার আগে তাদের পরামর্শ নিন। এই আলোচনার বিষয়ও তাই – যেমন খাদ্যের টেকসইতার জায়গা – বিশ্বের খাদ্যব্যবস্থা থেকে আমাদের পাতে খাবার আসা পর্যন্ত।

## ধাপ ৪: শিক্ষণ কর্মকাণ্ড: খাদ্য ও বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা

৫  
মিনিট

শিক্ষার্থীদেরকে তিনটি সমান দলে ভাগ করুন এবং প্রতিটি দলকে নিচের একটি করে এলাকার ভার অর্পণ করুন:

- (১) টেকসইতা
- (২) উন্নয়ন
- (৩) লক্ষ্য র্ম্যাগি

খাদ্য ও লক্ষ্য র্ম্যাগি বিষয়ক ভিডিও বিবরণীর পরিচিতি তুলে ধরুন (<https://vimeo.com/220664296>) দলের নির্বাহী বিষয়ের সাথে সর্পেক্ষিত কোনো চিন্মা-ভাবনা ভিডিও চলাকালে টুক রাখতে দলগুলোকে পরামর্শ দিন আঠালো নোট, কাগজ, নোট কার্ড অথবা কোনো ট্রিভজালযন্তে র এসব ভাবনা ব্লপিবছধ করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের জনর্ষ ভিডিওটা চালান এবং পরাসর্ষিক দিকগুলো তুলে ধরুন। ভিডিও পরর্দর্শন শেষে, ছোট দলগুলোকে বলুন পরর্থেমে নিজেরা নিজেরা আলোচনা করুক আর তারপর পরর্পা ফলাফল সবার সাথে শেয়ার করুক। বিভিন্ন চিন্মার মাঝে যে সংযোগ বিরাজমান তা অনুসর্নান করুন এবং ভিডিওতে যেসব লক্ষ্য র্ম্যাগি উপসর্গান করা হয়েছে তা তুলে ধরুন।

## ধাপ ৪: শিক্ষণ কর্মকাণ্ড: খাদ্য ও বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা

ভিডিওটি দেখানো আপনার পক্ষে সম্ভব না হলে, অনুগ্রহ করে পোস্টারটি (পরিশিষ্ট খ) ব্যবহার করুন অথবা চিত্রনাট্যটি (পরিশিষ্ট ঙ) পাঠ করে শোনান এবং শিক্ষার্থীদের বলুন তারা যেন একই কায়দা অনুসরণ করে পোস্টারে উত্থাপিত পয়েন্টসমূহ ওই শব্দগুলোর সাথে কীভাবে সম্পর্কিত তা চিহ্নিত করে।

- (১) টেকসইতা
- (২) উন্নয়ন
- (৩) লক্ষ্যমাত্রা

পোস্টারে উপস্থাপিত লক্ষ্যমাত্রার সাথে পাশে থাকা ইস্যুসমূহ কীভাবে সম্পর্কিত তা আলোচনা করুন।

## ধাপ ৫: “আমার পাতের একটি গল্প আছে” জরিপের পরিচিতি তুলে ধরুন

৫  
মিনিট

“প্রতিটি পাতের একটি গল্প আছে” কার্যকলাপ পাতা (পরিশিষ্ট গ) শিক্ষার্থীদের দেখান। শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করুন, এই কার্যকলাপে তারা তাদের বেছে নেওয়া কোনো খাবার সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবে এবং এর গল্পটি আবিষ্কার করবে। জানিয়ে দিন, শিক্ষার্থীরা যেন একটি প্রতিনিধিত্বমূলক খাবারের (যেমন পছন্দের খাবার, সাম্প্রতিক খাবার, নিয়মিত খাবার) অলংকরণ বা ছবি তুলে রাখে এবং তারপর তাদের বাছাইকৃত খাবারটি ব্যবহার করে প্রশ্নগুলির উত্তর দেয়। পাঁচটি প্রশ্নের প্রতিটি সশব্দে পাঠ করুন এবং শিক্ষার্থীদের বলুন কার্যকলাপ পাতায় সংযুক্ত নোট তারা যেন পড়ে নেয় এবং সুনির্দিষ্ট উত্তর দিতে না পারলে তারা যেন বুদ্ধিদীপ্ত বিবেচনার আশ্রয় নেয়।

উত্তর খোঁজে পেতে শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য মানচিত্র, ওয়েবসাইট ও বই ব্যবহার করা যেতে পারে। অঙ্গীকার অংশটি পরে পূরণের জন্য রেখে দিতে শিক্ষার্থীদের বলুন।

## জরিপটি পূরণ করুন

এসডিজি পোস্টারগুলো (পরিশিষ্ট ক) ও কার্যকলাপ পাতাসমূহ (পরিশিষ্ট গ) বিলি করুন। প্রশ্ন বুঝতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করুন অথবা কোনো শিক্ষার্থীর বাড়তি কোনো পরামর্শ দরকার হলে তাকে সহায়তা করুন।

## মূল্যায়ন করুন এবং ফিরে দেখুন

সকল শিক্ষার্থী এই কর্মকাণ্ডটি সম্পন্ন করার পর “আমার পাত-বিষয়ক অঙ্গীকার” পোস্টারটি (পরিশিষ্ট ঘ) বিলি করুন। কার্যকলাপ পাতার উত্তর ও সনাক্তকৃত বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার স্তি তিতে তাদের খাবারের মূল্যায়ন করতে দুই জনের যুগল বানিয়ে শিক্ষার্থীদের কাজ করার সুযোগ দিন। তাদের মধ্যে প্রশ্ন উসকে দিন – “অন্যরকমভাবে আমি কী করতে পারি?” আর “কাকে বলতে পারি?” পারস্পরিক সহযোগিতার স্তি তিতে তৈরি পোস্টারে অথবা কোনো শেয়ারড ডিজিটাল ডকুমেন্টে (ডিজিটাল প্লাটফর্মের মধ্যে পড়ে প্যাডলেট, ওয়ার্ডঅনলাইন, অথবা ওয়াননোট) উত্তরগুলো শেয়ার করা যেতে পারে।

## অঙ্গীকার

অঙ্গীকার শব্দটি নিয়ে কথা বলুন এবং লক্ষ্য পূরণের সাথে অঙ্গীকার কীভাবে সম্পর্কযুক্ত তা তুলে ধরুন। একটি আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকারের দিকে নিয়ে যেতে কীভাবে কার্যকলাপ থেকে প্রাপ্ত উত্তরকে ব্যবহার করা যায় তা আলোচনা কর। অঙ্গীকারের ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা তাদের চিন্তাভাবনা জানাতে পারে।

কার্যকলাপ পাতা পূরণ করার জন্য, শিক্ষার্থীদের বলুন তারা যাতে তাদের নিজ নিজ পূর্বস্বী অঙ্গীকার নির্ধারণ ও লিপিবদ্ধ করে। তারপর, তাদের অঙ্গীকার পালন করলে যে সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক লক্ষ্য পূরণে অবদান রাখবে তা বেছে নিতে তারা এসডিজি পোস্টার ব্যবহার করতে পারে।

শিকশার্থীরা তাদের শিকশা ও অঙ্কীকার অনঘদের সাথে শেয়ার করতে পারবে <https://flipgrid.com/globalvoice> বয়গ্গবহার করে।

আর, বয়গ্গভিভেগভাবে অথবা রেগীভগভাবে তাদের পাঠ ও অঙ্কীকার একটি বৈভিবক মানচিগ্গে চিতিনত করতে পারবে:

<http://worldslargestlesson.globalgoals.org/bn/map>।

## ধাপ ৭: সমাপ্তকরণ

পাঠ শেষ করতে, পাঠের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ওপর আবার আলোকপাত করুন। অঙ্গীকার ঘোষিত হয়ে যাওয়ায়, শিক্ষার্থীদের এখন তাদের কর্মপন্থা নিয়ে ভাবতে এবং তাদের পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার ব্যাপারে তাদের দায়বদ্ধতা শেয়ার করতে আহবান জানান।

অঙ্গীকারের ব্যাপারে কতদূর কী হলো, কে কে তাদের প্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হলো, তা যাচাইয়ের জন্য শ্রেণীকক্ষে ভবিষ্যতের কোনো একটি তারিখ ঠিক করুন।

আলোচনা ও ভাবের আদানপ্রদান অব্যাহত রাখা উৎসাহিত করতে কার্যকলাপ পাতাগুলো শ্রেণীকক্ষের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখুন।

### বৈশ্বিক সহযোগিতামূলক সম্প্রসারণ

সারা দুনিয়ার রেগীকর্ষগুলোর সাথে শিক্ষার্থীদের সংযোগ ঘটানোর মাধ্যমে শিক্ষকবৃন্দ তাদের বোঝাপড়া ও দূর্ষিভিত্তি পরসারিত করতে পারবেন। একটি বিদ্যে বৃহত্তম পাঠ বিমিনচিত (http://worldslargestlesson.globalgoals.org/bn/map) তেরিতে অংশগর্হণ করে এবং মানচিতটি কাজে লাগিয়ে সংলেশি অনর্যনার্ধদের চিনিিত করার মাধ্যমে সংযোগ তেরি করা যাবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিচের হ্যাশট্যাগগুলোর মাধ্যমে যুক্ত হতে পারবেন:

#WorldsLargestLesson  
#TeachSDGs  
#GlobalGoals

বিশ্বের দীর্ঘতম পাঠকে ট্যাগ করুন:

f @TheWorldsLargestLesson  
t @TheWorldsLesson  
i @theworldslesson

তোমার পাঠ থেকে যা শিখেছ তা নিয়ে পোস্ট করে অন্যের সাথে ভাগাভাগি কর:

- শিক্ষার্থীদের কাজ করার ছবি এবং কার্যকলাপ পাতার চিত্র;
- শিক্ষার্থীরা তাদের অঙ্গীকারসমূহ পড়ে শোনানোর ভিডিও;
- ইমেইল, ফ্লাইপ কল অথবা পত্রমিতালীর মাধ্যমে অন্যান্য শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার অনুরোধ জানানো

দুনিয়ার শ্রেণীকক্ষগুলোর মধ্যকার বৈশ্বিক সহযোগিতার সাথে যুক্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা তখন চলমান নানা প্রকল্প ও শিক্ষণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাধান খুঁজে বের করতে এক সাথে কাজ করতে পারবে।

### দায় স্বীকার ও সূত্রাবলী

ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর টেকনোলজি ইন অ্যাডুকেশন (২০১৬)। আইএসটিই স্ট্যান্ডার্ডস ফর স্টুডেন্টস ইউজিন, ওরেন: ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর টেকনোলজি ইন অ্যাডুকেশন।

ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর দ্য সোশ্যাল স্টাডিজ (২০১০)। ন্যাশনাল কারিকুলাম স্ট্যান্ডার্ডস ফর সোশ্যাল স্টাডিজ: অ্যা ফ্রেইমওয়ার্ক ফর টিচিং, লার্নিং, অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট। সিলভার স্প্রিং, এমডি: এসসিএসএস।

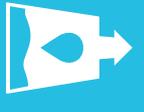
ন্যাশনাল গভর্নরস অ্যাসোসিয়েশন সেন্টার ফর বেস্ট প্রাকটিসেস, কাউন্সিল অব চিফ স্টেইট স্কুল অফিসার্স। (২০১০)। কমন কোর স্টেইট স্ট্যান্ডার্ডস (সিসিএসএস)। ওয়াশিংটন, ডিসি: ন্যাশনাল গভর্নরস অ্যাসোসিয়েশন সেন্টার ফর বেস্ট প্রাকটিসেস, কাউন্সিল অব চিফ স্টেইট স্কুল অফিসার্স।

এনজিএসএস লিড স্টেইটস (২০১৩)। নেকস্ট জেনারেশন সায়েন্স স্ট্যান্ডার্ডস: ফর স্টেইটস, বাই স্টেইটস। ওয়াশিংটন, ডিসি: দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমিস প্রেস।

ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলি (২০১৫)। ট্রান্সফর্মিং আওয়ার ওয়ার্ল্ড। দ্য ২০৩০ অ্যাজেন্ডা ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক: ইউনাইটেড নেশনস।

# THE GLOBAL GOALS

দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের জন্য বিশেষজ্ঞগণের লক্ষ্যমাত্রা

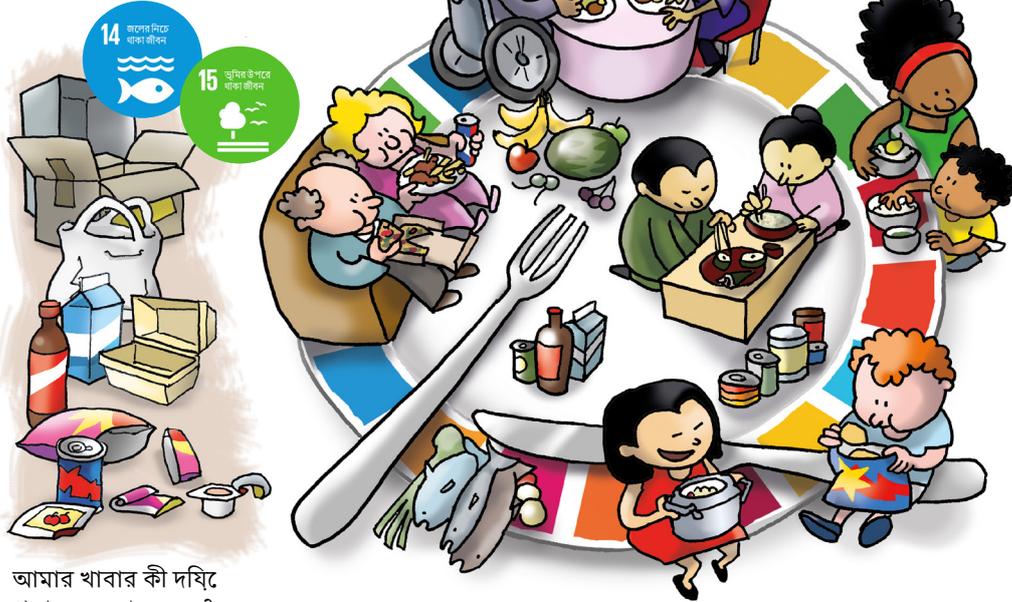
<p>1 কোনো দারিদ্র্য নয়।</p> 	<p>2 কোনো ক্ষুধা নয়।</p> 	<p>3 সুস্বাস্থ্য</p> 	<p>4 উত্কৃষ্ট শিক্ষা</p> 	<p>5 লিঙ্গ সমতা</p> 	<p>6 বিশদ জল এবং স্বাস্থ্যকর পানীয়</p> 
<p>7 পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি</p> 	<p>8 ভাল চাকরি এবং অর্থনৈতিক উন্নতি</p> 	<p>9 উদ্ভাবন এবং পরিকাঠামো</p> 	<p>10 হ্রাসপূর্ণ অসাম্য</p> 	<p>11 দীর্ঘস্থায়ী শহর ও কমিউনিটি</p> 	<p>12 দায়িত্বশীলভাবে খরচ করা</p> 
<p>13 জলবায়ু পরিবর্তন</p> 	<p>14 জলের নিচে থাকার জীবন</p> 	<p>15 ভূমির উপরে থাকার জীবন</p> 	<p>16 শান্তি ও ন্যায় বিচার</p> 	<p>17 লক্ষ্যগুলির জন্য অংশীদারিত্ব</p> 	<p>THE GLOBAL GOALS</p>  <p>দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের জন্য বিশেষজ্ঞগণের লক্ষ্যমাত্রা</p>

# আমার পাত্রে কী খাবার আছে?

বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে একটু ভবে দেখুন



আমার খাবার ফসল কে ফলিয়েছেন কথিবা ফলাতে সাহায্য করছেন?



আমার খাবার কী দৃষ্টিতে পৃথকজেকরা হয়ছে?



আমি কি স্বাস্থ্যকর খাবার বছে নছি?



কী পরিমাণ খাবার আমি নিষ্টি করছি?

আমি অন্তর্ভাবে কী করতে পারি? আমি কীভাবে বলতে পারি?

# প্রতিটি পাতের বা থালার একটি গল্প আছে

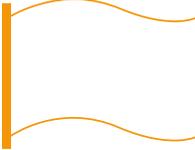


নাম

শ্রেণী

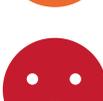
কোন দেশে তোমার জন্ম?

তোমার পতাকা আঁক...



তোমার পাতের মোট ফোর

এখানে  
চিহ্নিত কর

	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>



বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক আমার অঙ্গীকার হলো...

“

... #বিশ্বেরবৃহত্তমপাঠ #WorldsLargestLesson”

... নম্বর বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা  
অর্জনে সাহায্য করতে

# তোমার কার্যকলাপ পাতাটি পূরণের ব্যাপারে নির্দেশনা



এমন খাবার বেছে নাও যা খেতে পছন্দ করবে। তোমার প্রিয় কোনো খাবার, অথবা যা আজ খাবে কিংবা সম্প্রতি খেয়েছ, এমন যেকোনো খাবারই বেছে নিতে পার। সেটার ছবি আঁকতে অথবা ছবি তুলতে তৈরি থেকো।

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় এলে, একদম ভেবো না যে সব তথ্য তুমি হয়তো জানবে না। দরকার মতো বুদ্ধিদীপ্ত অনুমানের আশ্রয় নাও। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তুমি কী খাচ্ছ এবং সেটি কীভাবে লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পর্কিত তা নিয়ে ভাব।

## ১. তোমার পাতের কতগুলো দ্রব্যে প্রক্রিয়াজাত চিনি আছে?

**গুরুত্বপূর্ণ শব্দ:** 'প্রক্রিয়াজাত চিনি', যাকে 'বিশোধিত' কিংবা 'মাগনা' চিনিও বলা হয়ে থাকে – বলতে বুঝানো হয় যে চিনি ফল, শাকসবজী ও অন্যান্য খাবারে 'প্রাকৃতিকভাবে বিরাজ করে না' বরং বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে যোগ করা হয়। দুনিয়াজুড়ে শিশু ও যুবদের মাঝে ডায়াবেটিসসহ কতগুলো স্বাস্থ্য সমস্যার ক্রমবর্ধমান আধিক্যের সাথে এ জাতীয় চিনি অধিক পরিমাণে গ্রহণ সম্পর্কযুক্ত। কখনও কখনও তুমি এমন খাদ্যদ্রব্য বেছে নিতে পার যা বাইরে থেকে দেখতে বেশ ভাল, কিন্তু একটু নিবিড়ভাবে দেখলে হয়তো দেখবে এতো প্রচুর পরিমাণে চিনি যোগ করা।

### কীভাবে:

লক্ষ্যমাত্রা খোঁজে বের করবে:

বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার পোস্টারটি দেখ আর ভাব কোন লক্ষ্যের সাথে প্রশ্নটির যোগসূত্র আছে। একাধিক লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। প্রতিটি প্রশ্নের ক্ষেত্রে এই পদাঙ্ক অনুসরণ কর।

তোমার পাতের স্কোর হিসাব কর:

প্যাকেজিংয়ের উল্টাপাশে প্রদত্ত উপাদান তালিকা দেখ অথবা তোমার খাবার যে তৈরি করেছে তাকে উপাদানসমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর। শুরু থেকে কোনো খাবার তৈরি করা হলেও সেটির মৌল উপাদানসমূহ চিনিসম্বলিত হতে পারে। বিশোধিত চিনির নানারূপ। এগুলোকে অনেক সময় শস্যকণা মিষ্টিকারক, ডেক্সট্রোজ, মধু, কর্ন সিরাপ, সুক্রোজ, ফুকটোজ, গ্লুকোজ, গুড ইত্যাদি নানা নামে আখ্যায়িত করা হয়।

যদি মনে কর তোমার পাতের একেবারেই কোনো প্রক্রিয়াজাত চিনি নেই, তাহলে নিজেকে সবুজ হাস্যোজ্জ্বল মুখ বা স্মাইলি স্কোর প্রদান কর। যদি মনে কর তোমার পাতের সামান্য পরিমাণে প্রক্রিয়াজাত চিনি আছে (১ চা চামচ বা ৪ গ্রামের বেশি নয়), তাহলে নিজেকে হলুদ হাস্যোজ্জ্বল মুখ বা স্মাইলি স্কোর প্রদান কর। যদি মনে কর তোমার পাতের বেশি পরিমাণে প্রক্রিয়াজাত চিনি আছে, তাহলে নিজেকে লাল হাস্যোজ্জ্বল মুখ বা স্মাইলি স্কোর প্রদান কর।

১. তোমার পাতের কতগুলো দ্রব্যে প্রক্রিয়াজাত চিনি আছে?



## ২. তোমার খাবারের কতগুলো উপাদান প্লাস্টিক প্যাকেজিংয়ে মোড়ানো ছিল?

উপাদানগুলো কি কোনোপ্রকার প্লাস্টিক দ্বারা মোড়ানো ছিল? তা ক্লিং ফিল্ম, সরন র্যাপ বা গ্লাড র্যাপ, কার্টন, সার্শে, পট অথবা বৌল যেকোনো রূপে ব্যবহৃত প্লাস্টিক হতে পারে। পানীয় পানের জন্য তুমি কি প্লাস্টিকের বটল ব্যবহার করেছ? ভিন্ন ভিন্ন কতগুলো প্লাস্টিক সেখানে ছিল তা গণনা কর।

## ৩. তোমার পাত থেকে কী পরিমাণ খাবার উচ্ছিষ্ট হয়?

তুমি যতটুকু খেতে পার তার থেকে বেশি খাবার তোমার পাতের পাতের ছিল কি? বেঁচে যাওয়া খাবার পরবর্তী সময়ের জন্য রেখে দিয়েছ কিংবা বাড়ি নিয়ে এসেছ নাকি তা ফেলে দিয়েছ? কয় চামচ খাবার ফেলে দেওয়া হয়েছে তা হিসাব কর।

## পরিশিষ্ট ঘ: প্রতিটি পাতের একটি গল্প আছে ওয়ার্কশিটে প্রদত্ত নির্দেশনা

### ৪. তোমার পাতের কতগুলো দ্রব্য তোমার নিজের দেশে তৈরি?

তোমার পাতের উপাদানগুলোর কথা ভাব এবং পারলে প্যাকেজিংটা দেখ। দ্রব্যটি যে কিনেছে তাকে জিজ্ঞাসা কর সে জানে কিনা। তুমি যে ফলমূল এবং শাকসবজি খেয়েছ সেগুলো সে অঞ্চলের চলতি মৌসুমের না হয়ে থাকলে তবে তা অন্য দেশ থেকে আসার সম্ভাবনাই বেশি। তুমি যে মাছ-মাংস খেয়েছ, তা সে অঞ্চলে নিয়মিত পালিত না হয়ে থাকলে তাও অন্য দেশ থেকে এসেছে। প্রয়োজনে বুদ্ধিদীপ্ত অনুমানের আশ্রয় নাও।

### ৫. তোমার পাতের কতগুলো দ্রব্য তোমার নিজের দেশে তৈরি?

যারা তোমার খাবার ফলাতে সাহায্য করেছে তাদের প্রতি আচরণ কেমন ছিল তা খতিয়ে দেখ।

তোমার খাদ্যদ্রব্য কি কোনো ব্র্যান্ডের ছিল অথবা কোন বড় কোম্পানি কর্তৃক উৎপাদিত? ওদের ওয়েবসাইট ঘেটে দেখ, কোন মানবাধিকার, বৈষম্য বিরোধী অথবা সমতা নীতি তাদের আছে কিনা। তোমার খাবার যে সুপারমার্কেট বা খাদ্যবাজার থেকে কেনা, তাদের ওয়েবসাইটও দেখ। তুমি কি মনে কর তারা তাদের কর্মীদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে? লিঙ্গ, জাতিসত্তা, যৌনতা, বয়স ও প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে তাদের নীতিমালায় কী বলা হয়েছে?

অথবা তোমার খাবার যদি বাজার অথবা সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে কেনা হয়ে থাকে, তবে পরেরবার যাওয়ার সময় এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার কথা ভাব। তোমার পাতের স্কোর পেতে বুদ্ধিদীপ্ত অনুমান কর।



হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত যে সেখানে কোনো জোর-জবরদস্তিমূলক অথবা বৈষম্যমূলক শ্রমের ঘটনা ঘটেনি (লিঙ্গ, জাতিসত্তা, যৌনতা, প্রতিবন্ধিতা বয়স কিংবা অন্যপ্রকার)



হ্যাঁ, তবে যোগান-শৃঙ্খলের একটিমাত্র পর্যায়ের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত



না, তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে অথবা আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছি না

### তোমার সার্বিক স্কোর যেভাবে হিসাব করতে হবে:

১. প্রত্যেক কলামে তুমি কতগুলো বৃত্ত চিহ্নিত করেছো তা গণনা কর, প্রত্যেক কলামের জন্য তার মোট সংখ্যা নিচের সারিতে লেখ।

মোট স্কোর বের করার জন্য প্রকল্পের সার-সংক্ষেপে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ কর...



২. কোন চেহারাগুলি বেশি বেশি এসেছে?

মোট স্কোর হিসাব করার জন্য এই চাবিটি অনুসরণ কর এবং তোমার স্কোরের পাশাপাশি স্পষ্ট করে বৃত্তে রঙ দাও। <১}

তোমার পাতের মোট স্কোর	
অধিকাংশ ক্ষেত্রে	এখানে চিহ্নিত কর
সমানভাবে বেশি  এবং	
সমান সংখ্যক  এবং  অথবা প্রধানত	
সমানভাবে বেশি  এবং	
অধিকাংশ ক্ষেত্রে	

৩ →

২ →

২ →

২ →

৩ →

# প্রতিটি পাতের বা খালার একটি গল্প আছে



নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও এবং প্রশ্নের জন্য একটি স্কের প্রদান কর।  
নির্দেশনার জন্য প্রকল্প সার-সংক্ষেপ দেখ।

এটা লক্ষ্য নম্বর...-এর  
সাথে সম্পর্কিত।



<p>১. তোমার পাতের কতগুলো দ্রব্যে প্রক্রিয়াজাত চিনি আছে?</p> <p> ০  ১  ২+</p>		<p><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/></p>
<p>২. তোমার খাবারের কতগুলো উপাদান প্লাস্টিক প্যাকেজিংয়ে মোড়ানো ছিল?</p> <p> ০  ১  ২+</p>		<p><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/></p>
<p>৩. তোমার পাত থেকে কী পরিমাণ খাবার উচ্ছিষ্ট হয়?</p> <p> কোনো উচ্ছিষ্ট ফেলা হয়নি  ১-২ চামচ  ৩+ চামচ</p>		<p><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/></p>
<p>৪. তোমার পাতের কতগুলো দ্রব্য তোমার নিজের দেশে তৈরি?</p> <p> প্রতিটি খাদ্যদ্রব্য  কিছু দ্রব্য  কোনোটাই নয়</p>		<p><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/></p>
<p>৫. যারা আমার খাবার ক্ষেত্রে থেকে পাতে আসা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছিল, তাদের সাথে কি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা হয়েছে?</p> <p> হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত তা-ই ঘটেছে</p> <p> হ্যাঁ, তবে এই খাবার-যাত্রার একটিমাত্র পর্যায়ের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত</p> <p> আমি নিশ্চিত নই</p>		<p><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/></p>

মোট স্কের বের করার জন্য প্রকল্পের সার-সংক্ষেপে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ কর...



শুনছো! মনে আছে ওইসব বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার [গ্লোবাল গোলস] কথা, যেগুলোর লক্ষ্য হলো ২০৩০ সাল নাগাদ চরম দারিদ্রের অবসান ঘটানো, অসমতা কমানো এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করা? ওসব অর্জন করতে পারলে, আমরা সকলের জীবন উন্নততর করতে পারবো – আপনার নিজের জীবনও।

ভেবে দেখ, তোমার বসবাসের জায়গা, তোমার বিদ্যালয়, তোমার কাপড়-চোপড়, এমনকি তোমার খাবার-দাবার সবকিছুর সাথেই বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কিত।

আসলে, তোমার পাতে যে খাবার ওঠেছে তাও ওসব লক্ষ্যমাত্রা ও সেসব অর্জনে আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি তার এক দারুন এক গল্প হাজির করে। [এমন মনে করা অভিনব মনে হতে পারে – কিন্তু তোমার শিক্ষকরা তোমাকে যা শিখাতে পারে তারও বেশি কিছু তুমি শিখতে পার তোমার দুপুরের খাবারের থেকে!]

বলতে চাচ্ছি – কখনো কি ভেবে দেখেছো তোমার খাবার কে তৈরি করে? না, তুমি নও, তোমার মা, বাবা কিংবা বিদ্যালয়ের বাবুর্চিও নয়। তারও আগে কি ঘটে? সত্যিকারে ফসল ফলানো, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেটবন্দী করার কাজে কাদের অংশগ্রহণ আছে? তাদের সম্পর্কে এবং তাদের অধিকার বিষয়ে তুমি কী জান?

তোমার কাছে খাবারটি এসে পৌঁছাতে কতটা পথ পাড়ি দিতে হয়েছে? ব্যাপারটা আজব মনে হতে পারে, কিন্তু তোমার পাতে ওঠার আগে খাবারকে যতটা পথ পাড়ি দিতে হয়েছে তা হয়তো তোমার সারা বছরে পাড়ি দেওয়া পথের চেয়ে বেশি! আরও আজব লাগতে পারে – কিছু দেশে এই খাবারের কিছুটার জায়গা হয়তো হবে আশাকুঁড়ে!

আর খাবার তোমার পাতে এলে, তুমি কি তোমার জন্য ঠিক পরিমাণে পেয়েছ? বিদ্যালয়ে পড়াশোনা চালানোর জন্য পর্যাপ্ত শক্তি তুমি কি পাচ্ছ? সবারই সেটা দরকার!

তাই তুমি খাবারের বাস্তব বাইরে গিয়ে একটু ভাবলে দেখবে, আমরা যা কিছুই খাই, তার সবকিছুরই বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক একেকটা গল্প আছে। আর তাই, আমি চাই এই মজার প্রকল্পে তুমি অংশ নাও। এটা সহজ। বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার পক্ষে একজন অন্বেষক বা অনুসন্ধানকারী হয়ে ওঠো এবং কোনো খাবারের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে চাও তা ঠিক কর, তারপর কিছুটা বিশ্লেষণ কর এবং সেই খাবারটিকে একটা স্কোর প্রদান কর।

তারপর স্কোরটি আমাদের সাথে শেয়ার করতে পার। দুনিয়ার নানা স্থানে অন্যান্য এ ব্যাপারে কী করছে তাও দেখ।

সেরা কাজটি হবে, কী করে তোমার স্কোর বাড়াবে এবং বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তুমি কীভাবে সাহায্য করতে পার তা নিয়ে ভাব।